27

দৈনিক ইত্তেফাক

17 3 MAR 1996
তারিখ ... ~~13 MAR 1996~~
পৃঃ ৬ কলাম ৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও পাঠ্যপুস্তক পায় নাই ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও সম্পূর্ণ বই পায় নাই বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় পিছাইয়া পড়িতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

মৌলবীবাজার: বিনামূল্যে বই সরবরাহ কম হওয়ায় সারা জেলার ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পাঠ্য বই পায় নাই। বিদ্যালয়গুলিতে ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। এই সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বইয়ের চাহিদা দেওয়া হইয়াছিল ২ লক্ষ ১৯ হাজার ২৫৬ সেট। তন্মধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৬২ সেট বই। বাকী ৫৩ হাজার ৯৯৪ সেট বই কম দেওয়ার ফলে সারা জেলায় ৫৯ হাজার ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বই প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রাপ্ত বইও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছাইতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগিয়াছে। ইহাতে তাহাদের শি[illegible] হইতে ৩ মাস সময় এমনি-[illegible] পড়িয়া গিয়াছে। ৩০ ভাগ নূতন বই এবং ৬০ ভাগ পুরাতন বই বিতরণের সরকারী সিদ্ধান্ত থাকার ফলে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক [illegible]েয়

(৩য় পৃঃ পর)

পুরাতন বই নিতে অনীহা প্রকাশ করে। ইহাতে আরও কিছু ছাত্র-ছাত্রী সম্পূর্ণ বই প্রাপ্তি হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: জেলার ৫টি থানার জন্য চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক না পাওয়ায় ১ম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের চরম অসুবিধা হই-তেছে। শিবগঞ্জ, নাচোল, গোমস্তাপুর ভোলাহাট এবং সদর থানার জন্য মোট বইয়ের চাহিদা ছিল ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৫০ সেটের। কিন্তু পাওয়া গিয়াছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত সেট। ৪টি শ্রেণীর বইয়ের চাহিদা ৪০ হাজার ১৫০ সেট কম সরবরাহ পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় ১ম শ্রেণীর ৪৮ হাজার ৫ শত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বই পাওয়া গিয়াছে ৪৭ হাজার ৫ শত সেট। দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪২ হাজার জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পাওয়া গিয়াছে ৩৬ হাজার সেট। তৃতীয় শ্রেণীর ৩৫ হা[illegible]৮১ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য [illegible]য়োজন ছিল ৩৫ হা[illegible]সেট, পাওয়া গিয়াছে ১৫ হাজার ১ শত সেট। ৪র্থ শ্রেণীর ২৬ হাজার ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বই পাওয়া গিয়াছে মাত্র ১০ হাজার ৫ শত সেট। এব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষ অফিসারের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা গিয়াছে, সরকারী সার্কুলার অনুযায়ী একমাত্র ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সবগুলি নূতন বই সরবরাহ দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১ম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সবগুলি নতুন বই সরবরাহের নিয়ম নাই। তাই ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণে সরকারী নিয়ম হইল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ১টি নূতন ও ২টি পুরাতন এবং তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ৩টি নূতন ও ৩টি পুরাতন বই পড়িতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তক পাওয়া গেলেও সরকারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন বই সরবরাহ দেওয়া সম্ভব নয়।

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর): চলতি শিক্ষবর্ষের ৫ মাস অতিবাহিত হইতে চলিলেও চাটখিল থানার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুল, ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা মূল্যের পূর্ণ সেট বই পায় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যাহত হইতেছে।